পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে
প্রকল্পের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ
(সমাপ্ত: জুন,২০১৪)

১।	প্রকল্পের নাম	:	পল্লী কবি জসীম উদ্দিন সংগ্রহশালা নির্মাণ, ফরিদপুর (২য় সংশোধিত)।		
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর		
৩।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
৪।	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট	টাকা	পিএ
	৪.১ মূল অনুমোদিত	:	৭৪৪.৪৩	৭৪৪.৪৩	-
	৪.২ সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত	:	১২৬৩.০৯	১২৬৩.০৯	-
৫।	বাস্তবায়ন কাল	:	**আরম্ভ**	**সমাপ্তি**	
	৫.১ মূল অনুমোদিত	:	জুলাই ২০০৬	জুন ২০০৮	
	৫.২ সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	জুলাই ২০০৬	জুন ২০১৩	
	৫.৩ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	:	জুলাই ২০০৬	জুন ২০১২	
	৫.৪ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	:	জুলাই ২০০৬	জুন ২০১৪	
৬।	প্রকল্প এলাকা	:	আম্বিকাপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।		

৭। **উদ্দেশ্যঃ**প্রকল্পের প্রধান উদেশ্য হলোঃ

ক) পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের মূল্যবান সাহিত্যকর্ম স্মরণীয় করে রাখার জন্য জাদুঘর স্থাপন;

খ) ছাত্র-ছাত্রী এবং গবেষকদের সাথে তাঁর সাহিত্যকর্মের পরিচয়;

গ) ১টি লাইব্রেরি ও ১টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ৭৪৪.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১১.১০.২০০৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ব্যয় ১১২৫.১৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২১.১০.২০১০ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয় । এরপর প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে ১২৬৩.০৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৩০.০৫.২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয়। পরবর্তিতে আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অর্থাৎ আরো ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সমূহ হলোঃভূমি অধিগ্রহণ, প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরী, জাদুঘর, রাস্তা ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।

১০। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

১০.১। প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ২৫.০১.২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।পরিদর্শনে নিম্নলিখিত সমস্যাবলী পরিলক্ষিত হয়েছেঃ

সমস্যাঃ

১০.১.১। **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহের দরজায় লাগানো কাঠের মাঝে মাঝে ছোট খাট ফাঁকা দেখা গেছে।**

১১। সুপারিশঃপরিদর্শনের আলোকে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

১১.১ ভবনের যে সকল দরজার কাঠের জোড়া ফাঁকা রয়েছে তা ঠিক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১২। ১২৬৩.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন)পিসিআরবৎসর অতিক্রা ১ প্রকল্প সমাপ্তির (ন্ত হবার পরও না দেয়ার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অস্পষ্ট রয়ে গেছেঃ

৯.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কতভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

৯.২। প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেট ওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

৯.৩। প্রকল্পের ব্যয়িত প্রায়১২৬৩.০৯লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা বা এ ব্যয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা তা মূল্যায়ননিরূপন করা সম্ভব হয়নি/;

৯.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPRএর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা যায়নি;

৯.৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন এ সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন করে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবধি আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণও অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

১৩। আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে সাধারণ চিঠিপ্রেরণ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরিও টেলিফোনে যোগাযোগ / অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততাপরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।

"Public Private Partnership Program Operationalization (Revised)" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়নের প্রতিবেদনের পরিবর্তে (প্রকল্প সংক্ষিপ্ত সার-সংক্ষেপ)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর আওতাধীন PPP অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত " Public Private Partnership Program Operationalization (Revised) "শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (Project Completion Report) আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়নি। ফলে প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করাও সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১। **প্রকল্পেরনাম** : Publice Private Partnership Program Operationalization (Revised)।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : PPP অফিস

৩। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৪। **প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)** : মোট : ৮৭৫.৫০

টাকা : ৫.০০

প্রকল্প সাহায্য : ৮৭০.৫০

৫। **বাস্তবায়নকাল** : মে ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত

৬। **প্রকল্প এলাকা** : ঢাকা।

৭। **উদ্দেশ্যঃ**

সার্বিক উদ্দেশ্যে: সরকারী–বেসরকারী অংশীদারি উদ্যোগ (পিপিপি) কে কার্যকর করার লক্ষ্যে নীতি পদ্ধতি উন্নয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় একটি সরকারী–বেসরকারী অংশীদারিত্ব অফিস স্থাপন;

খ) অর্থ বিভাগে PPP (Public Private Partnership) Unit প্রতিষ্ঠাকরণ;

গ) টেকসই কাঠামো, পেশাগত জ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে PPP (Public Private Partnership) প্রকল্পের উন্নয়ন শর্তাবলী এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে ত্বরান্বিতকরণ; এবং

ঘ) পিপিপি উদ্যোগ সংক্রান্ত কাজে সরকার ও MOF (Ministry of Finance) এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৮। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য দেশের অবকাঠামো খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। দেশের অবকাঠামো খাতে সরকারি বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণে সরকারি বেসরকারী অংশীদার (PPP) উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ইতোমধ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিকম খাতে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকার এসব খাতসহ বন্দর(স্থল, জল ও বিমান) নির্মাণ ও উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক মহাসড়ক, ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন প্রভৃতি খাতে সরকারি-বেসরকারী অংশীদার (PPP) উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিয়ে

আসছে।সরকারি-বেসরকারী অংশীদারি(পিপিপি)কে কার্যকর করার লক্ষ্যে নীতি পদ্ধতির উন্নয়ন ও বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের(এডিবি)অনুদানে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি পিপিপি অফিস এবং অর্থবিভাগে একটি পিপিপি ইউনিট স্থাপনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে পিপিপি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও জ্ঞান প্রদান করা।

৯। **প্রকল্পের অর্থায়ন ও প্রকল্প সাহায্যঃ** এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

১০। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ গত ১৯/০৫/২০১১ তারিখে ৯৫৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মুল প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে শুধু বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩০/০৬/২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ৩১/১২/২০১২ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ ২য় বার ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করে ডিসেম্বর,২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করে অনুমোধন করা হয়। সংশোধনের কারণ হিসেবে উন্নয়ন সহযোগী এডিবি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ব্যবহারের বিষয় ভূমিকা পালন করেছে মর্মে জানা গেছে।

১২। বিবেচ্য প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তির ২ বৎসর ৬ মাস অতিক্রান্ত হবার পরও সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) না দেয়ার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অস্পষ্ট রয়ে গেছে :

১২.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কতভাগ হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২। প্রকল্পেনির্ধারিতকম্পোনেটওয়ারীপ্রকল্পটিরকার্যক্রমসঠিকভাবেঅর্জিতহয়েছেকিনাতাজানাসম্ভব হয়নি;

১২.৩। প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা, বা এ ব্যয়ে কোন রূপ ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা তা মূল্যায়ন/নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা যায়নি;

১২.৫। পিপিপি অফিস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক কি কারণে এ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি, তা অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

১৩। বিবেচ্য প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ সমাপ্তির পর অত্র সেক্টরের পরিচালক (পূর্ত) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পিপিপি অফিস বরাবর গত ০৫০/৭২০১/৫ তারিখে পত্রের মাধ্যমে পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। অত পর: গত ০৯/০৮/২০১৫ তারিখে পিপিপি

অফিস হতে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, এডিবি হতে সমাপ্তি প্রতিবেদেন পাওয়া গিয়েছে এবং তা অত্র বিভাগে পাঠানো হলো। কিন্তু দেখা যায় যে, পত্রের সাথে সংযুক্তি নাই । পরবর্তীতে গত ১৫/১০/২০১৫ তারিখে আইএমই বিভাগের সহকারী পরিচালক কর্তৃক পত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত পত্রে পিসিআর প্রেরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু অদ্যাবধি অত্র বিভাগে পিসিআর পাওয়া যায়নি। এডিপিভুক্ত প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে আইএমইডি'র নির্ধারিত ছকে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের নির্দেশনা থাকা সত্বেও দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও পিসিআর প্রেরণ না করা পরিকল্পনা শৃঙ্খলাঅনুযায়ী অসমীচীন ও অনাকাঙ্খিত।

পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের নাম : আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল প্রকল্প

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৪। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রতাশী সংস্থা (ঢাকা আহছানিয়া মিশন)
৪.১) মূল অনুমোদিত :	১৬৫০১.৪০	৩৯০০.০০	১২৬০১.৪০
৪.২) সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত :	-	-	-

৫। বাস্তবায়নকাল

৫.১) মূল অনুমোদিত :	জানুয়ারী, ২০০৯হতেডিসেম্বর, ২০১১
৫.২) সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত :	-
৫.৩) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ধিত :	জানুয়ারী, ২০০৯হতেডিসেম্বর, ২০১২
৫.৪) প্রস্তাবিত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে) :	জানুয়ারী, ২০০৯হতেজুন, ২০১৪

৬। প্রকল্প এলাকা : আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, প্লট নং-৩, এমব্যাংকমেন্ট ড্রাইভ ওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরামডেলটাউন, ঢাকা-১২০৩

৭। **<u>প্রকল্পের পটভূমি:</u>** ক্যান্সার একটি জটিল ও দুরারোগ্য ঘাতক ব্যাধি। আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রতিবছর ২লক্ষ মানুষ নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় দেড়লক্ষ রোগী মারা যায়। বাংলাদেশে ৬০ভাগ ক্যান্সার রোগী প্রায় ৫ বছরের মধ্যেই মারা যায়। এই ক্যান্সার শুধু একটি জীবনকেই ধ্বংস করে না বরং একটি পরিবারকে আর্থিক ও মানসিকভাবে বিপর্যয়ে ফেলে দেয়। বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগের ভয়াবহতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে "আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য:</u>** সার্বিকভাবে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো দেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশেষায়িত ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপন, ক্যান্সার সর্ম্পকে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ক্যান্সার রোগ নিরসনে উন্নতমানের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।ক্যান্সার

চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাসপাতালটিকে একটি সেন্টার অফ এসিলেন্স (Centre of Excellence) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা "না-লাভ না-ক্ষতি (No-Profit No-Loss)" ভিত্তিতে পরিচালিত করা। প্রকল্পটির Specific উদ্দেশ্য সমূহ হলো-

ক) দেশে ক্যান্সার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের বিশেষায়িত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা;

খ) স্বল্প আয়ের রোগীদের ৩০% চিকিৎসা সেবা বহনযোগ্য ব্যয়ে প্রদান করা;

গ) যতদূর সম্ভব গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; এবং

ঘ) ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য বিদেশ ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা।

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ, এর প্রতিকার এবং এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫০৩১৫.০৫ বর্গফুট আয়তনের ৯ম-১৩ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক ও সেবিকার সমন্বয় সাধন দ্বারা প্রাথমিকভাবে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি আধুনিক সু-সজ্জিত ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপন।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন:** প্রকল্পটি বিগত ২২.১২.২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। **প্রকল্পের সমস্যা:**

১১.১ **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ না পাওয়া :** ঢাকা আহসানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে জিওবি খাতে ৩৯.০০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। তার মধ্যে জুন ২০১২ পর্যন্ত জিওবি অবমুক্ত এবং ব্যয় হয়েছে ৮ .৭৫ কোটি টাকা এবং ২০১২ -১৩ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৫ .৬২ কোটি টাকা। সুতরাং অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী এখনও ১৪ .৬৩ কোটি টাকা প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্য রয়েছে যা ২০১২ -১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। গত ২০১১ -২০১২ অর্থ বছরে মূল এডিপিতে প্রকল্পটির জন্য ৩০ .২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও কোন অর্থই ছাড় করা হয়নি এবং সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমিয়ে ১ .০০ লক্ষ টাকা টোকেন বরাদ্দ রাখা হয়। যথাসময়ে অর্থঅবমুক্ত না হওয়ায় প্রকল্পের সিভিল কনস্ট্রাকশনের বিল যথাসময়ে পরিশোধ করতে সমস্যা হচ্ছে এবংএতে করে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পটির সমাপ্ত করণের কাজে বিলম্ব হচ্ছে। তাছাড়া সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে;

১১.২ **অনুমোদিত ডিপিপিতে যন্ত্রপাতির তালিকা না থাকা:** একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপিতে যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে ৮৮৮৮.৮০ লক্ষ টাকা ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে যেসকল বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে তার নাম থাকলেও যন্ত্রপাতির কোন তালিকা সংযুক্ত করা নেই। ফলে প্রকল্পের অওতায় কি কি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে তার পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়নি;

১১.৩ **প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বিলম্ব:** প্রত্যাশী সংস্থা হতে দাপ্তরিকভাবে প্রাপ্ত অগ্রগতির প্রতিবেদনে যন্ত্রপাতি খাতে ব্যয় দেখানো হলেও পরিদর্শনকালে জানা যায় যে , যন্ত্রপাতিখাতে কোন ব্যয় করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যাশী সংস্থা হতে জানানো হয় যে , ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি।

১২। **সুপারিশঃ**

১২.১ ঢাকা আহসানিয়া মিশন অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক সকল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করবে এবং অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করবে;

১২.২ প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত জিওবি ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের অব্যয়িত অর্থ যথাসময়ে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১২.৩ প্রকল্পে আওতায় যেসকল বিভাগের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে সেসকল বিভাগের যন্ত্রপাতির তালিকা হালনাগাদ করে প্রয়োজনে ডিপিপিতে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫০১.৪০ লক্ষ টাকা সম্বলিত একটি প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর) ২ বছর ১ মাস অতিক্রান্ত হবার পরও না দেয়ার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অস্পষ্ট রয়ে গেছেঃ

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১৩.২ প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্ট ওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কি-না তা জানা সম্ভব হয়নি;

১৩.৩ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫০১.৪০ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি-না বা এ ব্যয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটেছে কি-না তা মূল্যায়ন/নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি;

১৩.৪ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ/পিপিআর-এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি-না তা মূল্যায়ন করা যায়নি;

১৩.৫ বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন এবং সে সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে পিসিআরপ্রেরণের নিয়ম থাকলেও সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রণয়ন সম্পন্ন করে তা অদ্যাবধি আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণও অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

১৪। আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে সাধারণ চিঠি প্রেরণ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃংখলা পরিপন্থী।